গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই।

২০১৯-২০২৪

উপজেলা পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই।

২০১৯-২০২৪

উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই

২০১৯-২০২৪

উপজেলা পরিষদ, কেশবপুর, যশোর।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা গভন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা পরিষদ

কেশবপুর ,যশোর ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৯-২০২৪

সূচীপত্র

ক্রমিক বিবরণ

প্রথম অংশ: ভূমিকা ও পরিচিতি

০১ ভূমিকা

০২ কেশবপুর উপজেলার নামকরণ

০৩ কেশবপুর উপজেলার গোড়াপত্তন

০৪ কেশবপুর উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

০৫ কেশবপুর উপজেলার মানচিত্র

০৬ ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান এবং নিদর্শন

দ্বিতীয় অংশ: উপজেলার তথ্যসম্ভর

০১ উপজেলার মৌলিক তথ্য (এক নজরে কেশবপুর উপজেলা ও পৌরসভা)

তৃতীয় অংশ ঃ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

০১ উপজেলা পরিষদের আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা

চতুর্থ অংশ ঃ বাজেট

০১ বাজেট সার সংক্ষেপ

০২ উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট

০৩ উপজেলা পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট

পঞ্চম অংশ ঃ ফটো গ্যালারী

০১ ফটো গ্যালারী

ভূমিকাঃ

জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে উপজেলা পরিষদের কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারী সংস্থা/বিভিন্ন শ্রেণী জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের নিকট দূরাত্ব একত্রে বসবাসের মাধ্যমে এবং যাতায়াত আদান প্রদান ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে জনগনের আশা আকাঙ্কার প্রতিফলন ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে একত্রে সমন্বিত চলার মাধ্য দিয়ে সুষম, অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হয় এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে আশাস্বরূপ ফল লাভ ঘটে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান সহজ হবে এবং দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসারে কেশবপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পকে। উপজেলা পরিষদের সংশিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্মচারীদের অংশগ্রহণে যে পরিকল্পনা প্রনীত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

কেশবপুর উপজেলার নামকরণঃ

যশোর জেলাধীন কেশবপুর একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। বাংলা সনেট এর প্রবর্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাতৃভূমি এই কেশবপুর উপজেলাটি ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদের পাড়ে অবস্থিত। সুনিবিড় ছায়াঘেরা সুন্দর অনাবিল পরিবেশে নিরিবিলি স্থানে বিভিন্ন প্রকার অতীত নিদর্শণ বুকে ধারণ করে স্বগৌরবে বুক উঁচুয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই কেশবপুর। কপোতাক্ষের পাড়ে ফুটে থাকা কাঁশফুল সৌন্দার্য্যের অন্যতম বাহন। গাছপালায় ঘেরা সবুজ প্রান্তর মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের তাগিদ দেয়। যে দিকে তাকানো যায় সবুজ আর সবুজ। এ যেন এক সবুজ অরন্য। স্রষ্টা যেন তার নিজ হাতে সুন্দর করে সাজিয়েছেন কেশবপুর উপজেলাকে। ২৮৫.৫৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট কেশবপুর উপজেলা বুকচিরে বয়ে গেছে শ্রী, হরি, টেকা ও ভৌরব নদী যার উর্বব পলীতে ফসল ফলে। কিন্তু এই প্রাচীন উপজেলা নাম কিভাবে এল তা কারও জানা নেই। জনশ্রুতি আছে, প্রাচীন কালে কেশব নামে একজন রাজার অস্তিত্ব্য ছিল। তার নামানুসারেই এর নাম করণ করা হয় কেশবপুর।

গোড়াপত্তনঃ

সুন্দর সুনিবিড় ছায়াঘেরা কেশবপুর একটি ছোট উপজেলা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা হলো যশোর। আর যশোর জেলা সর্বশেষ উপজেলার নাম হলো কেশবপুর। জেলা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিনে কেশবপুর উপজেলা অবস্থিত। কেশবপুর উপজেলার পত্তন ঠিক কত সালে হয়েছিল তার সঠিক কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। অতীতের কোন এক যুগে নদী-বিধৌত পলি মাটিতে গড়ে উঠেছিল এ থানার স্থলভূমি। নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উপযোগী হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে বসবাস শুরু করে। নদী বিধৌত পলিযুক্ত দোঁআশ মাটিতে ফসল ফলিয়ে জীবন নির্বাহ করতে থাকে। নদীর পলি মাটিতে গড়ে ওঠা এ জনপদ অন্যান্য এলাকার চেয়ে আগে ভাগেই আবাদযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর থানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর থানাটি উন্নীত হয়ে কেশবপুর উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

ভৌগলিক অবস্থান ,আয়তন ঃ

ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদের তীরে কেশবপুর উপজেলাটি অবস্থিত। নদী বিধৌত কেশবপুর উপজেলার আয়তন ২৮৫.৭৫ কিলোমিটার। এ উপজেলার উত্তরে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজেলা মণিরামপুর, পূর্বে অভয়নগর উপজেলা, দক্ষিণে ডুমুরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে কলারোয়া উপজেলা অবস্থিত। বিশ্বমানচিত্রে এ উপজেলার অবস্থান ২২°.৪৮ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২°.৫৭ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°.০৭ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°.২২ পূর্ব দ্রাঘিমা নিয়ে এই উপজেলাটি অবস্থিত। এই দ্রাঘিমাংশে ০৯ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত।

কেশবপুর উপজেলার
মানচিত্রঃ

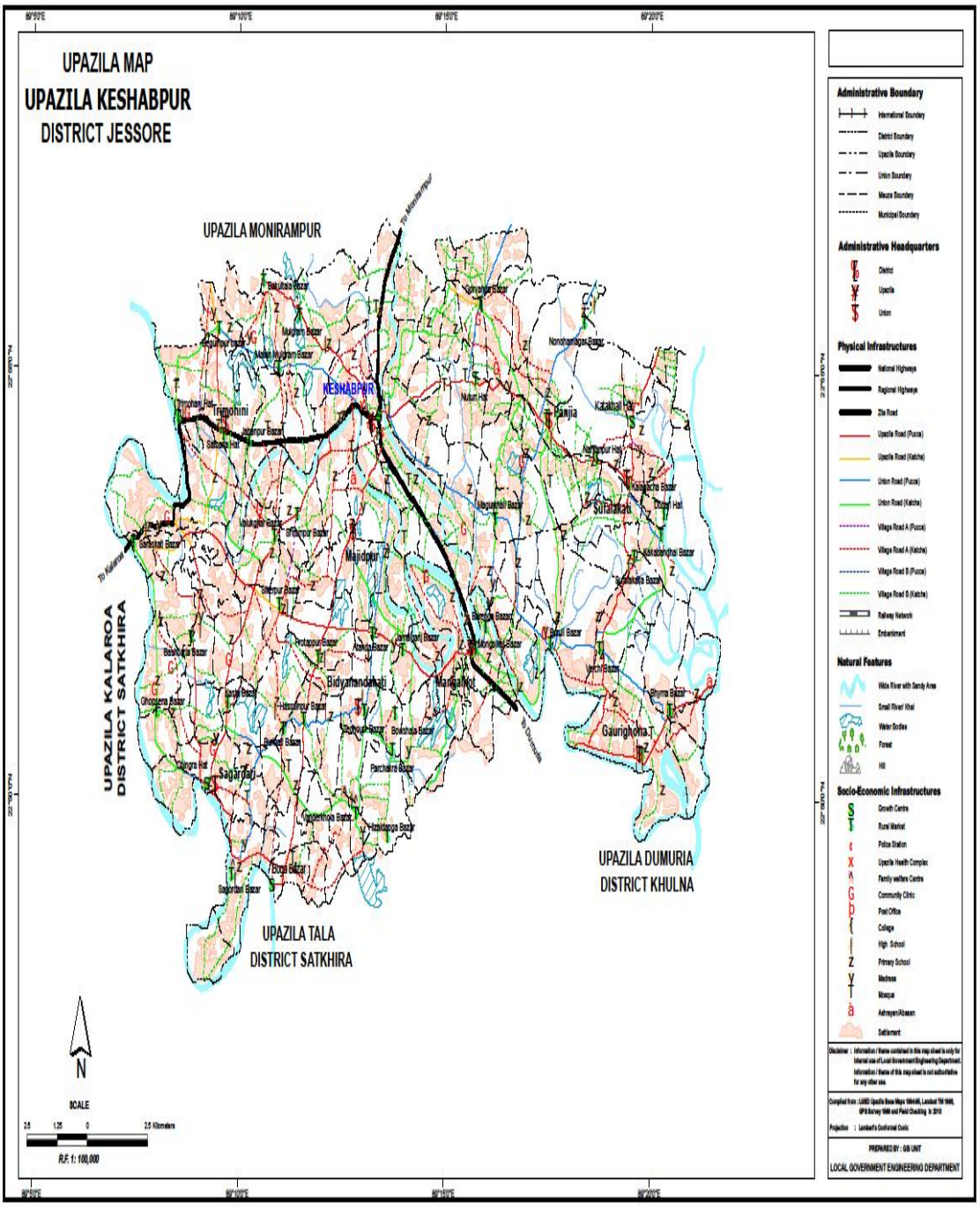

জনসংখ্যা ও পেশাঃ

৪র্থ আদমশুমারী ২০১১ সালে অনুযায়ী এ উপজেলার জনসংখ্যা ২,৫৩,২৯১ জন (প্রায়) যার মধ্যে পুরুষ ১,২৬,৬৫৬ জন এবং নারী ১,২৬,৬৩৫ জন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা খানার সংখ্যা ২৭,৯২২টি। অত্র এলাকার বেশীরভাগ লোক কৃষিজীবি। এখানে ক্ষুদ্র/মাঝারী যেমন অগ্রগণ্য পরিবেশ বান্ধব কুটীর শিল্প, মৎস্য শিল্প, মৃৎ শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন শিল্প, গবাদী পশু মোটাতাজাকরণ শিল্প, তাঁত শিল্প, সবজি খামার, ফুল চাষ, পল্ট্রি খামার শিল্প উদ্যোক্তাদের বসবাস এই কেশবপুরে। তাছাড়াও চাকুরিজীবী, মৎস্যজীবী, কৃষিমজুর, দিনমজুর, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবির লোক এ উপজেলায় বসবাস করে। বারুজীবীদের অস্তিত্বও লক্ষ করার মত। এই উপজেলা থেকে পানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। জীবিকার প্রয়োজনে অনেক মানুষের বর্হিগমনের প্রবনতা রয়েছে।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যঃ

প্রকৃতি যেন আপন হাতে সুসজ্জিত করেছে কেশবপুরকে। কপোতাক্ষ নদ বিধৌত পল্লীযুক্ত এ ভূ-খন্ডের মাটি বেশ উর্বর। উপজেলা বুক চিরে বলে গেছে ০৪ টি নদী সহ অসংখ্যা খাল। নদীবিধৌত পলিমাটিতে প্রচুর পরিমানে ফসল উৎপাদন হয়। ধান এসব সফলের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া শষা, মুগডাল, মসুরডাল, খেসারী, মাস কলাই, সরিষা, মরিচ,ও বিভিন্ন ধরনের শাক সবজিও জন্মে এখানে। সবুজ বন বনানী ও বিস্তৃত ফসলের মাঠ এ জনপদকে করেছে অপরূপ সৌন্দার্যের লীলাভূমি। সারি সারি তাল, খেজুর ও সুপারি গাছ মাথা উঁচু করে সবুজের জয়গান গায়। পানের বরজগুলো এ অঞ্চলকে করে তুলেছে অর্থনীতির অন্যতম মাধ্যম। প্রতিনিয়ত এখানথেকে পান ক্রয় করতে আসে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজন। নাতীশিতোষ্ণ অঞ্চল হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া জনগণের অনুকূলে। বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রায় প্রতিবছর এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। মাঝে মাঝে এই বন্যা চরম আকার ধারন করে। তখন মানুষগুলো তাদের ফসল ও ঘরবাড়ী হারিয়ে রাস্তা এবং খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা মানবতার জীবন যাপন করে। সকল প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের পরপরই সংগ্রামী কেশবপুরবাসী আবার সকল কষ্টকে পদদোলিত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় ও সুখে দিনাতিপাত করার চেষ্টায় দৃঢ় মানুষিকতা নিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। বিরল প্রজাতির কালোমুখো হনুমান কেশবপুরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের বাহক। বিশ্বের আর কোথাও এই প্রাণি নেই। খাদ্য এবং বাস স্থানের অভাবে আজ এই প্রাণিটি বিলুপ্তির পথে।

প্রশাসনিক ইতিহাসঃ

১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই অঞ্চলটিতে থানা পরিনত করা হয়। অত:পর ১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর থানাটি উন্নীত হয়ে কেশবপুর উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

যোগাযোগ বৈশিষ্ট্য ঃ

কেশবপুর উপজেলা ঠিক বুক চিরে বয়ে গেছে একটি মহাসড়ক। যশোর হতে সাতক্ষীরা পর্যন্ত যোগাযোগের এই রাস্তা টি প্রচন্ড ব্যস্ত থাকে। তবে সংস্কারের অভাবে এই রাস্তাগুলি চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। উপজেলা ভিতর জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্যা রাস্তা। এলাকায় উৎপাদিত সকল পন্য সামগ্রী এই রাস্তার মাধ্যমেই আনা নেওয়া করে। বাস, ট্রাক, মিনিবাস, মিনিডোর, নছিমন-কমিমন, মটর সাইকেল, ইঞ্জিন চালিত ভ্যান, ব্যাটারি চালিত ভ্যান, ভ্যান, সাইকেল ইত্যাদি হলো এই উপজেলার চলাচলের মাধ্যম। উপজেলা প্রায় অধিকাংশ রাস্তা পাকা। বাকিগুলো ইটের তেরী রাস্তা। মাটির তৈরী রাস্তাগুলো সোলিং করার প্রত্রিয়া চলছে। অধিকাংশ রাস্তা চলাচলের উপযোগী হওয়ায় লোকজন নির্বিঘ্নে চলাচল ও পন্য পরিবহন করতে পারে। গ্রামগুলোকে সংযোগ সড়কের মাধ্যমে মহাসড়কের সাথে যুক্ত করতে পারলে তা অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভুমিকা পালন করবে।

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনঃ

কেশবপুর উপজেলার ঐতিহাসিক স্থান সাগরদাঁড়ীতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ীর মূল ফটকে স্থাপিত স্বাগতম মধুপল্লী

কেশবপুর উপজেলার ঐতিহাসিক স্থান মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ীর মূল ফটকে স্থাপিত স্বাগতম মধুপল্লী। বর্তমানে এই মধুপল্লী প্রত্নতত্ব বিভাগের তত্বাবধানে পরিচালিত হয় । এই মধুপল্লী সারা বছর ভ্রমণ পিপাসু মানুষের পদ চারণায় মুখরিত থাকে। প্রতিবছরের ২৫ জানুয়ারী ইংরেজি বাংলা ১২ মাঘ তারিখে মহাকবির জন্মবার্ষিকি উদযাপন হয়। তার জন্ম বার্ষিকীতে ৫-৭দিন ব্যাপী মধুমেলা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উদযাপন হয়।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি

ছবিটি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৈত্রিক বাড়ীর। এই বাড়ীতেই ১৮২৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম হয় বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের। তাঁরই জন্মভূমিতে তার স্মৃতিকে চিরঅম্লান করতে সাগরদাঁড়ী বাজারে জেলা পরিষদের ডাকবালোর সম্মুখে স্থাপন করা হয়েছে মহাকবি মাইকেলের মূর্তি। সেখানে তাঁর জন্ম, মৃত্যুর সন সহ জীবনের কিছু ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। এই মূর্তিটি সাগরদাঁড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে ।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ী

মাহাকিব মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ শে জানুয়ারী যশোর কেশবপুর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন । বাংলা সাহিত্যের অমিতাক্ষর ছন্দের জনক হিসাবে তার পরিচিত । বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তিনিই সনেট প্রবর্তক । তার লিখনীর মধ্যে ১৪ লাইন এবং ১৪ অক্ষর বিদ্যমান । প্রতিবছর তার জন্দদিন উপলক্ষে সাগরদাঁড়ীতে সপ্তাহ ব্যাপি মধুমেলা উৎযাপিত হয় । এঝাড়া এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র ,একটি মধুপল্লী একং একটি ডাকবাংলো আছে যেখানে বহু দেশ বিদেশ থেকে লোকজন পিকনিক করার জন্য আসে । সাগরদাঁড়ীর একমাত্র ঐতিজ্য কপোতাক্ষ নদ ।

কপোতাক্ষ নদের ছবি

সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের কপোতাক্ষ নদের পারাপারের খেয়াঘাট

সাগরদাঁড়ীর আর একটি ঐতিজ্য হলো কপোতাক্ষ নদ । তবে অত্যন্ত দীর্খের বিষয় উক্ত কপোতাক্ষ নদ এখন আর জীবিত নেই । নদ শুকিয়ে গেছে । সেখানে এখন ক্ষরা মৌসুমে গরু ছাগল চলে এবং বর্ষা মৌসুমে এলাকা প্লাবিত হয় । লোকজন চরম দূভোগ স্বীকার হয় । তবে নদটি খনন নিয়ে উদ্ধর্তন কর্তপক্ষরা বিভিন্ সময়

দূনীতির আশ্রয় নেওয় থাকে । আজ না কাল করতে করতে আজো পর্যন্ত নদটি খনন করা হয়নি । নদটি বাচলে মধুিসূদন বাচবে ।

মজিদপুর ইউনিয়নের খান জাহান আলী দীঘি

মজিদপুর ইউনিয়নের খান জাহান আলী দীঘি কেশবপুরের দক্ষিণে বিদ্যানন্দকাটী বাজারের পাশে অবস্থিত। লোক মুখে শুনা যায় এই দীঘি এক রাতে দৈবিক ভাবে খনন হয়। যাহা পরম্পরায় খান জাহান আলী দীঘি নামে পরিচিতি লাভ করে। আজও এই দীঘি ইতিহাসের স্বাক্ষ্য বহন করে। পূর্ব কালে বহু নারী পুরুষ এখানে বিভিন্ন ধরনের কামনা বাসনা ব্যক্ত করত এবং খানজাহান আলীর নামে মানত করত। বর্তমানে দীঘিটি মজিদপুর ইউনিয়নের আওতায় প্রতি বছর মৎস্য চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হয়।

গৌরিঘোনা ইউনিয়নের দর্শনীয় স্থান ভরতের দেউল

কেশবপুর উপজেলা সদর হতে উনিশ কি:মি দক্ষিন পূব দিকে ভদ্রা নদীর তীরে ভরতের দেউল অবস্হিত । ১২.২০ মিটার উচু ,২৬৬ মিটার পরিধি বিশিস্ট দেউলটিকে একটি টিলার মত দেখায় । ১৯২৩ সালের ১০ জানুয়ারী তদানীন্তর সরকার এ stupa mound কে পুরাকীতি হিসাবে ঘোষণা করে । স্হানীয়ভাবে এরক ভরত রাজা দেউল বলা হয় । দেউলটি গুপ্ত যুগে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় ।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮৪ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেইলের খনন কাজ চালায় । এর প্রথম অংশ t আকারে স্হাপনা দ্বিতীয় অংশে একটি মঞ্চ তুতীয় অংশ মুল মন্দির । মন্দির উপরের অংশ এখন সম্পর্ন টিকে নেই । খখনের ফলে দেউলের ভিত থেকে চড়া পযূন্ত ৯৪ টি কক্ষ দৃষ্ট হয় । স্হাপনটি চারপাশে বর্ধিতাকারে ১২ টি কক্ষ বাকি ৮২ টি কক্ষ ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে । দেউলটি চুড়াই ৪ টি কক্ষ এবং পাশ্বে ৮ টি কক্ষ রয়েছে ।স্তুপটির উপরভাগে ইটসনালয় ছিল । স্হাপনাটির গোড়ায় দিকে চার পাশে ৩ মিটার চওড়া রাস্ত রয়েছে ।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

১। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাগরদাড়ী, কেশবপুর, যশোর।

২। ধীরাজ ভট্টাচার্য, পাজিয়া, কেশবপুর, যশোর।

৩। কথাশিল্পী মনোজ বসু, ডোঙ্গাঘাটা, কেশবপুর, যশোর।

৪। প্রখ্যাত রাজনীতিবীদ জ্যোতি বসু

৫। প্রখ্যাত উপন্যাসিক রাম ভট্টাচার্য

৬। কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ

৭। কবি মান কুমারী বসু

৮। অটল বিহারী দাশ

৯। মরহুম এ এস এইচ কে সাদেক, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, কেশবপুর, যশোর।

কেশবপুর উপজেলার সার্বিক তথ্যাবলীঃ

এক নজরে পৌরসভা

সাধারণ তথ্যাদি

পৌরসভারনাম	:কেশবপুর পৌরসভা
উপজেলা	:কেশবপুর ।
স্থাপন কাল	: ১৫/১২/১৯৯৮ খ্রিঃ
প্রথম প্রশাসক নিয়োগের তারিখ	: ১৮/১০/২০০৩ খ্রিঃ
প্রথম নির্বাচনের তারিখ	: ০৫/০৯/২০০৫ খ্রি:
প্রথম শপথের তারিখ	: ১০/১০/২০০৫ খ্রি:
প্রথম সভার তারিখ	:২৭/১০/২০০৫ খ্রি:
পৌরসভার শ্রেনী	: ক শ্রেনী (প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ ২৬/০৫/২০১১খ্রি:)
পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা	: ০৯ টি।
পৌরসভার কাউন্সিলরদের সংখ্যা	: ১২ জন ।
পৌরসভার মহল্লা	: ১১ টি।
পৌরসভার আয়তন	: ১১.৮৭ ব: কি:।
পৌরসভার লোকসংখ্যা	: ২৬২২৯ জন (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) : পুরুষ- ১৩১৪জন : নারী- ১৩০৮৮ জন
শিক্ষার হার	: ৯০%
পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যা	: ৫৫৪৫ টি।
	: পাকা-১৪৯৩ টি
	: আধাপাকা- ২৫৭১ টি।
	: কাচা-২০৭৯ টি।
কর্মকর্তা ও কর্মচারী	: ২৬ জন।
	: কর্মকর্তা-০৪ জন।
	: কর্মচারী-২২ জন।
হাট-বাজারের সংখ্যা	: ২টি
সড়ক বাতির সংখ্যা	: ৩০০ টি
অবকাঠামো	ক) পাকা রাস্তা-৩৮ কি: মি:
	খ) কাচা রাস্তা-১৩ কি:মি:
	গ) এইচ,বি,বি-৫ কি:মি:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

ক) ডিগ্রি কলেজ-২ টি (**১টি সরকারি**)

খ) **সরকারি** উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ-১ টি

গ) কারিগরি কলেজ-১টি

ঘ) শারিরিক শিক্ষা কলেজ-১টি

ঙ) কামিল মাদ্রাস-১টি

চ) ফাজিল মাদ্রাসা-১টি

জ) এবতেদায়ী মাদ্রাসা-১টি

ঝ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৩টি

ঞ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-**৫**টি

ট) বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১টি

ঠ) কিন্ডার গার্ডেন-৬টি

ড) কমিনিটি বিদ্যালয়-১টি

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা :

ক) সরকারী হাসপাতাল-১টি

খ) প্রাইভেট ক্লিনিক-৬টি

গ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার

স্যানিটেশন কভারেজ : ১০০%

জন্ম নিবন্ধন : ১০০%

যানবাহন : ক) গারভেজ ট্রাক-**৩**টি, খ) রোলার-**২**টি, গ) মোটর সাইকেল-**৩**টি

পৌরভবন : দুই তলা বিশিষ্ট ভবন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :ক) মসজিদ-৪৩টি, খ) মন্দির- ৯টি, গ) গীর্জা- ২টি, ক) ক্লাব-৮টি, খ) পাঠাগার-৩টি

কৃষি বিষয়ক :ক) আবাদী জমি- ১০৭৯ হেক্টর, খ) অনাবাদী জমি-৩২ হেক্টর, গ) ডেইরী ফার্ম-৫টি, ঘ) পোল্ট্রি ফার্ম-৩০টি

পানীয় জল : ক) গভীর নলকুপ-**১৫২**টি, খ)অগভীর নলকুপ-**৯৩৯**টি

জেলা সদর হতে দূরত্ব : ৩২ কিলোমিটার

পোষ্ট অফিস : ০১টি

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ : ০১ টি

উপজেলায় অবস্থানরত এনজিও কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও মোবাইল নং

	নাম	পদবি	সংস্থা	মোবাইল নং
০১	মোঃ রেজাউল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	সমাধান	০১৭১১-১৩১২৫০
০২	লুৎফর রহমান খান	নির্বাহী পরিচালক	মাসেস	০১৭১২-২৩৮৬১৭
০৩	মোঃ ইউসুফ আলী	প্রকল্প কর্মকর্তা	জেড	০১৯১৭-০৫২২০৫
০৪	শুধরম সাহা	সহকারী প্রকৌশলী	জেড	
০৫	কুমার জ্যোতি বিশ্বাস পিন্টু	হিসাব কর্মকর্তা	বক্ষকল্যাণ সংস্থা	০১৭১৬-৩৮৪০৮৫
০৬	সুফিয়া পারভীন শিখা	নির্বাহী পরিচালক	কপোতাক্ষ মহিলা সংস্থা	০১৭১৫-৮৫৫৬৮৮
০৭	সৈয়দ রেজাউল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি	
০৮	উত্তম কুমার বিশ্বাস	এস,আর,পি,সি	ডিএসকে	০১৯১২-০৮১৪৯০
০৯	ফাতেমা	প্রকল্প পরিচালক	ডিডিও	
১০	রমিছা পারভীন	নির্বাহী পরিচালক	ডি.ডি.ও	০১৭১৫-৬৭০৬৭৮
১১	আব্দুর রহিম	নির্বাহী পরিচালক	উন্নায়ন	০১৭১৫-৫৩৪৯৪৬

১২	মোঃ শওকত আলী	ম্যানেজার	আদ্ব দীন	০১৭১৩-৪৮৮৫৫৯
১৩	স্টিভেন সুজিত বৈরাগী	এরিয়া ক্রেডিট অফিসার	কৈননিয়া	০১১৯৯-১০৭০৮১
১৪	বিলকিস আরা	নির্বাহী পরিচালক	উত্তরণ মহিলা সমিতি	
১৫	সুধাংশ কুমার সরকার	প্রগ্রাম অফিসার	উত্তরণ মহিলা সমিতি	০১৯১২-৯৭৪৪৭০
১৬	বনানী হালদার	নির্বাহী পরিচালক	সিআরডিএস, পাঁজিয়া	
১৭	সমীর রায় চৌধুরী	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	আশা	০১৭৩০-০৯৯৪২৭
১৮	মোঃ নাসির উদ্দীন	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	ওয়ার্ড	০১৭১৭-৯১১৯৮৯
১৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার		সম্মিলনী সেবা সংস্থা	
২০	গৌতম কুমার সাহা	ম্যানেজার	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	০১৭১৯-৭৩০৭৪৬
২১	মোঃ রিপন উদ্দীন খান	ম্যানেজার	ঢাকা আহসানিয়া মিশন	০১৭১৩-৯২৫৫৭৯
২২	মোঃ মিজানুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক	আইডিও, সাগরদাঁড়ী	০১৭২৬-০৬০৯৮২
২৩	বাবুর আলী গোলদার	নির্বাহী পরিচালক	পাঁজিয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা	০১৭১১-২৭৯৫১৮
২৪	মোঃ কফিল উদ্দীন	নির্বাহী পরিচালক	গণউন্নায়ন সংস্থা, পাঁজিয়া	০১৭১৬-৮৬০২৪৪
২৫	আঃ আলিম	নির্বাহী পরিচালক	পথের ঠিকানা	০১৭১৭-৪৯৫৬১০
২৬	রিপন চন্দ্র মন্ডল	ম্যানেজার	ব্র্যাক ওয়াস কেশবপুর	০১৭১৮-৬৬৮৯০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য সম্ভার

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যসূত্র ও তথ্যের সময়কাল

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলার জন্য একটি পরিকল্পনা করা জরুরী বলে প্রথমে অনুধাবন করা হয়। পরবর্তীতে আয়োজিত জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ ইন্সিটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) প্রশিক্ষণে বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার হয় এবং প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে উপজেলার সকল অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়। উপজেলার জন্য একটি পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করতে হলে প্রয়োজন উপজেলার সকল তথ্য। সকলেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন। মিটিং-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম ও অগ্রগতি (২০১৯-২০) অর্থ বছর পর্যন্ত সকল তথ্য যাচাই বাছাই পূর্বক উপজেলা পরিষদকে অবহিত করেন। নির্দেশনা মোতাবেক সকলে উপজেলা পরিষদকে উক্ত তথ্যসমুহ প্রদান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়
কেশবপুর উপজেলা আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

প্রত্যাশা:

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেশবপুর উপজেলা পরিষদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারী বেসরকারী ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে গোটা উপজেলাকে মডেল করার লক্ষ্যে সার্বিক অগ্রগতি সাধন ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

* উপজেলার সকল সম্পদের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উন্নয়ন সাধন করা

*উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সকলকে নিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যার মাধ্যমে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও ভিশন ২০৪১ অর্জন করা ।

* টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

* সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

* নির্দিষ্ট সময়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা।

উপজেলা পরিষদের আগামী পাঁচ বছরের
উন্নয়ন পরিকল্পনা
(২০১৯-২০২৪)